ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

আবু বকর

সিদ্দিক রা.

খলিফাতুল মুসলিমিন

আবু বকর

সিদ্দিক রা.

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৯০, US $ 17. UK £ 12

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

নামলিপি : সাইফ সিরাজ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা

বাংলাবাজার, ঢাকা।

০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

bokharasyl@gmail.com

Abu Bokor Siddique Ra.

by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by

Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com

facebook.com/kalantorprokashoni

www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আবু বকর রা.-এর জীবনের প্রতিটি দিক ছিল মানুষ ও মানবতার জন্য আলোকমশাল। তাঁর শাসনপ্রক্রিয়া ছিল সভ্যতা-বিনির্মাণ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জিম্মাদার। তাঁর ব্যক্তিসত্তা দুনিয়ার তাবৎ শাসকের জন্য অনুসরণীয়। তাঁর জীবনালোচনা অন্তরে বাড়ায় ইমানি উত্তাপ। সৃষ্টি করে অনির্বচনীয় জজবা। তাঁর সত্তা ছিল মুহাম্মাদি গুণের প্রতিচ্ছবি। নবিদের পরে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে মানবজাতির তরে রেখে গেছেন এমন এক শিক্ষা, যার অনুসরণে জাতি পৌঁছুতে পারে প্রগতির শীর্ষবিন্দুতে।

জাহিলি যুগে আরব ছিল অন্ধকারে, যখন সভ্যতার কোনো বালাই ছিল না সেখানে। সেই অন্ধকার সময়েও বনু তায়িমের এই মহান পুরুষের জীবনাচার ছিল আলোকিত। জীবনে একটিবারও মাথা ঝুঁকাননি কোনো প্রতিমার পায়ে। মুখে তুলেননি মদের পেয়ালা। নবিজি যখন দীনের দাওয়াত নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, তখন মক্কাবাসী তাঁকে অস্বীকার করলে প্রথমে তিনিই দিয়েছিলেন নবিজির সত্যতার স্বীকৃতি।

ইসলামগ্রহণের পর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহর দীনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে রেখেছিলেন সবচেয়ে বেশি অবদান। এ জন্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় যাতনা।

নবিজির ইনতিকালের পর উম্মাহ তাঁর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দিলে প্রথমেই তিনি মুরতাদবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে সাফল্য অর্জনের পরপরই সাহাবিদের জামাআতকে ছড়িয়ে দেন দুই পরাশক্তি রোমান ও পারসিকদের বিরুদ্ধে। আল্লাহর রহমতে তাদের নাকানিচুবানি খাইয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে।

মুসলিম ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় খিলাফতে রাশিদা হলো একমাত্র অনুসরণীয় আলোকবর্তিকা। কেননা, ওই খিলাফতের রশি ছিল এমনসব আলোকিত মানুষের হাতে, যাঁরা ছিলেন খোদ নবিজির হাতে গড়া এবং তিনিই যাঁদের দিয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ।

আবু বকর রা.-এর জীবনীগ্রন্থ কালান্তর প্রকাশনীর অগ্রাধিকারভিত্তিক হলেও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে দেরি হওয়ার পেছনে রয়েছে অনেক বেদনা, হতাশা ও আঘাতে জর্জরিত হওয়ার দাস্তান। এ ব্যাপারে যারা আমাদের প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছেন, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু আমরা ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ তাদের ও আমাদের ক্ষমা করুন।

গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন অনুবাদসাহিত্যের কিংবদন্তি আবদুর রশীদ তারাপাশী। করুণাময় তাঁকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। অসুস্থতা সত্ত্বেও বানানসমন্বয়ের মূল কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। তাকে সঙ্গ দিয়েছেন মুতিউল মুরসালিন ও আবদুল্লাহ আরাফাত। আর আমি নিজে বইটি পড়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালান্তরের কালজয়ী কাজ হতে যাচ্ছে গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। পাঠকের কাছে অনুরোধ থাকবে, গ্রন্থটিতে কোনো ভুল নজরে এলে আমাদের জানাবেন—কৃতজ্ঞ হব, সংশোধন করব ইনশাআল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

কবি ফররুখ আহমদ আবু বকর রা.-এর কীর্তির বিশালতা দেখে প্রশ্ন করেছেন,

নিজ সত্তার পরিচয় তুমি জেনেছ কি নিভৃতে
তাই কি পেয়েছ নিজের চিত্তে অমনি বিলায়ে দিতে?
তাই কি মাটিতে মিশায়েছ অহমিকা?
তাই কি পেয়েছ ওই দুর্লভ মানুষের জয়টিকা?

আমার কিন্তু জানার ইচ্ছা করছে,

মোম-গলা তব তরবারি কেমনে হলো এতটা বুদ্রকঠিন?
ইরতিদাদি (দীনত্যাগ) ফিতনা গুঁড়িয়ে করলে কীভাবে চিহ্নহীন?
কোন জাদুতে আরবজুড়ে তুললে আওয়াজ আল-জিহাদ?
দিলে চুরমার করে কোন সে শক্তিতে রোম-পারস্যের রাজপ্রাসাদ?

হ্যাঁ, তিনিই ছিলেন আবু বকর—পিতা-মাতার প্রার্থিত সন্তান। সভ্যতার যে ঘনঘোর পঙ্কিল সময়ে তিনি পা রেখেছিলেন ধূলির ধরায়, সে ধুলো ও পঙ্কিলতা তাঁকে করতে পারেনি এতটুকু কলুষিত। থেকে গেছেন দুধে-ধোয়া সফেদ-ধবল। পুরো আরব যখন মাথা রাখত প্রতিমার পায়ে, মদ পান করে টাল হয়ে থাকত রাস্তায়, সেই কঠিন সময়েও আপন চরিত্রগুণে তিনি ছিলেন পবিত্র। ১৭/১৮ বছর বয়স থেকেই ধরেছিলেন আল আমিনের সঙ্গ এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আদায় করে গেছেন বন্ধুত্বের মর্যাদা। সুখে-দুঃখে সর্বদা থেকেছেন তাঁর পাশে।

আল আমিন যখন নবুওয়াতের দাবি করেন, মানুষকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেন, তখন গোটা আরব তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন করলেও একমাত্র তিনিই তাঁর সত্যায়ন করেন। আর সত্যগ্রহণের পর সেই সত্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে হন পুরোপুরি নিবিষ্ট। ফলে আল আমিনের মতো তাঁকেও সইতে হয় সীমাহীন অত্যাচার ও অনাচার; কিন্তু রক্তাক্ত হয়েও দীনের দাওয়াত থেকে সরিয়ে নেননি নিজেকে। ইসলামগ্রহণের পূর্বে আরবের অনুকরণীয় নেতৃপর্যায়ের একজন

হলেও তাঁকে সইতে হয়েছে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা; কিন্তু শত অত্যাচারও তাঁকে টলাতে পারেনি সত্যের পথ থেকে।

অতিষ্ঠ সিদ্দিকে আকবর একপর্যায়ে চলে আসেন নবিজির কাছে। অনুমতি চান মদিনায় হিজরতের; কিন্তু নবিজি বলেন, 'আরও কটা দিন সবুর করো। আশা করছি আমিও আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি পেয়ে যাব। তুমি হিজরতের পথে আমাকে সঙ্গ দেবে।' পরম কাঙ্ক্ষিত জবাব পেয়ে কেঁদে ফেলেন সিদ্দিক। তাঁর কন্যা আয়েশা রা. বলেন, 'মানুষ যে আনন্দেও কাঁদতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। এই প্রথম দেখলাম সুখের কান্না, আনন্দের কান্না কেমন হয়।'

সময় ঘনিয়ে আসে। একরাতের অন্ধকারে চুপিসারে বেরিয়ে পড়েন প্রিয় মক্কা থেকে মদিনার পথে। মক্কাবাসীরা তাঁদের ধরতে ঘোষণা দেয় ১০০ উটের অকল্পনীয় পুরস্কার। পুরস্কারের লোভে হন্যে হয়ে ওঠে কুরাইশের লোভী যুবশ্রেণি। সাওর পর্বতের গুহায় তিনি নবিজির সঙ্গে তিন-তিনটি রাত কাটান। হয়ে যান রাসুলের গুহাদিনের সঙ্গী। পবিত্র কুরআন সে গুণটি তুলে ধরেছে মহিমান্বিতরূপে।

ফররুখ গুহাদিনের প্রসঙ্গে বলেন,

দরদির বুকে প্রেম-সমুদ্র স্নেহের সেকি পাহাড়
নিল সে তনুতে সাপের ছোবল নিল সে আঘাত অত্যাচার
সেই সমব্যথী হেসে নেয় দেহে বিষদংশন বিষের চুম
তাঁর বিশ্বাসী কোলে বিশ্রান্ত নবিজির যেন ভাঙে না ঘুম।

অসংখ্য প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে নবিজিকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় এসে হাজির হন সিদ্দিক। শুরু হয় নতুন জীবন। শুরু হয় জিহাদের ধারা। কোনো জিহাদেই তিনি থাকেননি অনুপস্থিত। প্রতিটি জিহাদেরই ছিলেন তিনি নবিজির ছায়াসঙ্গী।

নবিজি সব বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। তিনি ছিলেন ধীমান। তাঁর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। নবিজির সাহচর্যে থেকে তিনি শিখেছিলেন নেতৃত্বদানের সব কলাকৌশল। শিখেছিলেন যুদ্ধপরিচালনার নিয়মকানুন। নবিজির বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা ধারণ করেছিলেন বুকে। মুতা আর তাবুকযুদ্ধ থেকে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতে তাঁদের লড়তে হবে সময়ের দুই পরাশক্তি—রোমান ও পারস্য-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে।

নবিজির ইনতিকালের পর উম্মাহ যখন দিশেহারা, সেই কঠিন দুঃসময়ে আবু বকর ছিলেন স্থিরচিত্ত।

খিলাফতগ্রহণ করামাত্রই দেখা দেয় ইরতিদাদি (দীনত্যাগ) ফিতনা। তখন তিনি

যে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। যখন উমরের মতো কঠোর প্রকৃতির লোকও নম্রতা প্রদর্শনের কথা বলছিলেন, তখন তিনি ছিলেন পাথরের চেয়েও কঠিন-শক্ত। তাঁর এ কাঠিন্যের ফলেই ইরতিদাদি ফিতনা গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ইরতিদাদি ফিতনা শেষে দৃষ্টি দেন রোম ও পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে। স্বল্প সময়ের ভেতরেই তিনি ভেঙে দিতে পেরেছিলেন ওদের শক্তির মেরুদণ্ড। এসব জিহাদে তাঁর পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত সফল এবং একজন প্রাজ্ঞ সমরবিদের মতো।

তাঁর মধ্যে ছিল বহু গুণের সমাহার। এককথায় বলতে গেলে মানবিক সৌকর্যের সব গুণই তাঁর সত্তায় নিহিত ছিল। এমন কোনো সদ্‌গুণ নেই, যা তাঁর মধ্যে ছিল না।

একদিন কালান্তর প্রকাশনীর কর্ণধার প্রিয় আবুল কালাম আজাদকে বলেছিলাম—'তিন খলিফার জীবনী নিয়ে এলেন; কিন্তু প্রথম খলিফার জীবনী রয়ে গেল, এটা কেমন বিষয়? হিসাবমতো তো এটিই প্রথমে প্রকাশ হওয়ার কথা!' জবাবে তিনি যা বললেন, তা শুনে বাক্‌হারা হয়ে পড়ি। একজন প্রকাশককে কতটা কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, ভেবে বিস্মিত হই। কিন্তু নিজে কাজটি করে দেওয়ার সাহস করতে পারছিলাম না বিধায় সেদিন কোনো কথা বলছিলাম না। তবে অনুমান করতে পারছিলাম, তিনি চাচ্ছেন আমিই যেন গ্রন্থটির অনুবাদ করে দিই। আরেক দিন সাক্ষাৎ হলে সবকিছু বলার পর একরকম চেপেই ধরেন। বলেন, 'সিরিজটি আটকা পড়ে আছে, আপনার বয়স বিবেচনায় বলতে চাচ্ছিলাম না; কিন্তু এখন না বলে পারছি না।' এরপর তাঁর সে অনুরোধ ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করি। আল্লাহ সময়ে বরকত দিয়েছেন। মোটামুটি স্বল্প সময়ের ভেতরই অনুবাদকর্ম শেষ করতে সক্ষম হই।

গ্রন্থটি ড. আলি সাল্লাবি লিখিত আবু বাকরিনিস সিদ্দিক শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু গ্রন্থের অনুবাদ। আল্লাহর কাছে বিনীত নিবেদন, তিনি যেন গ্রন্থটি কবুল করেন। একে আমাদের সকলের নাজাতের অসিলা বানান।

আখেরে যা বলা জরুরি—মানুষ হিসেবে ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। কোথাও কোনো ভুল ধরা পড়লে পাঠক আমাদের অবহিত করবেন আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরে নেব।

আবদুর রশীদ তারাপাশী

০৬ নভেম্বর ২০২০

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ১৭

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় আবু বকর সিদ্দিক ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশতালিকা, উপনাম, উপাধি, গুণাবলি, পরিবার ও ... ৩৩

এক : নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও উপাধি ৩৩

দুই : জন্ম ও স্বভাবজাত গুণাবলি ৩৭

তিন : পরিবার ৩৮

চার : জাহিলি সমাজব্যবস্থায় আবু বকরের চারিত্রিক পুঁজি ৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম, দাওয়াত, ভোগান্তি এবং প্রথম হিজরত ৪৮

এক : ইসলাম ৪৮

দুই : দাওয়াত ৫৪

তিন : ভোগান্তি ৫৬

চার : রাসুলের পক্ষে প্রতিরোধ ৬০

পাঁচ : নির্যাতিতদের মুক্তির লক্ষ্যে সম্পদ-ব্যয় ৬৩

ছয় : প্রথম হিজরত এবং ইবনুদ দাগানার অবস্থান ৬৮

সাত : বাজারে আরব গোত্রসমূহের কাছে দাওয়াতি কার্যক্রম ৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবিজির সঙ্গে মদিনায় হিজরত ৭৯

প্রাক্‌কথন ৭৯

এক : শিক্ষা ও তাৎপর্য ৮৬

দুই : পরিকল্পনা ও বস্তুজগতের সহায়তাগ্রহণে নবিজি এবং সিদ্দিকের… ৯০
তিন : আবু বকরের সামরিক দক্ষতা এবং আনন্দাশ্রু ৯৫
চার : আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং মানুষের সঙ্গে আচরণের নিয়ম ৯৬
পাঁচ : মদিনায় সিদ্দিকের হিজরত-উত্তর অসুস্থতা ৯৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
জিহাদের ময়দানে আবু বকর ১০০
প্রাক্‌কথন ১০০
এক : বদরযুদ্ধে আবু বকর ১০১
দুই : উহুদ এবং হামরাউল আসাদযুদ্ধে আবু বকর ১০৭
তিন : গাজওয়ায়ে বনু নাজির, বনু মুসতালিক, খন্দক ও… ১০৯
চার : হুদায়বিয়ার সন্ধি ১১১
পাঁচ : খায়বার, নাজদ ও বনু ফাজারা অভিযানে আবু বকর ১১৫
ছয় : উমরাতুল কাজা এবং জাতুস সালাসিল অভিযান ১১৬
সাত : মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে আবু বকর ১১৯
আট : তাবুকযুদ্ধ, হজকাফেলার নেতৃত্ব এবং বিদায়হজ ১২৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মদিনার সমাজে আবু বকর এবং তাঁর কিছু গুণ ১৩২
প্রাক্‌কথন ১৩২
এক : মাদানি সমাজব্যবস্থায় তাঁর অবস্থান ১৩২
দুই : আবু বকরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও মর্যাদা ১৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
নবিজির ইনতিকাল, সাকিফায়ে বনু সায়িদা ১৬০

প্রথম পরিচ্ছেদ
নবিজির ইনতিকাল এবং সাকিফায়ে বনু সায়িদা ১৬১
এক : রাসুলের ইনতিকাল ১৬১
দুই : হৃদয়বিদারক ঘটনা এবং আবু বকরের অবস্থান ১৬৭
তিন : সাকিফায়ে বনু সায়িদা ১৭০
চার : শিক্ষা ও তাৎপর্য ১৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ বায়আত এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা **২০৫**

এক : সাধারণ বায়আত ২০৫

দুই : অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ২২৩

তৃতীয় অধ্যায়

উসামা-বাহিনী এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ **২৫৩**

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসামা-বাহিনী **২৫৫**

এক : উসামা-বাহিনীকে প্রেরণ ২৫৫

দুই : উসামা-বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে আলোচনা ২৬২

তিন : এ ঘটনা থেকে অর্জিত শিক্ষা ও তাৎপর্য ২৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ **২৭৮**

এক : ইরতিদাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা ও কুরআনের সতর্কবার্তা ২৭৮

দুই : ইরতিদাদের কারণ এবং এর প্রকারসমূহ ১৮১

তিন : নবিজীবনের শেষ দিকে ইরতিদাদ ২৮২

চার : মুরতাদের ব্যাপারে আবু বকরের অবস্থান ২৮৪

পাঁচ : মদিনার নিরাপত্তাব্যবস্থা ২৮৮

ছয় : মদিনায় হামলা করতে গিয়ে মুরতাদদের ব্যর্থতা ২৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরতাদদের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী আক্রমণ **২৯৭**

প্রাক্‌কথন ২৯৭

এক : প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকারি কার্যক্রম ২৯৯

দুই : আনাসি ও তুলায়হার ফিতনা দমন এবং মালিক ইবনু নুবায়রাকে হত্যা ৩১৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব এবং বনু হানিফা **৩৭৩**

এক : পরিচিতি এবং ভূমিকা ৩৭৩

দুই : বনু হানিফার যাঁরা ইসলামে অটল ছিলেন ৩৭৮
তিন : সেনাদল নিয়ে খালিদ কর্তৃক মুসায়লিমার ওপর চড়াও হওয়া ৩৮১
চার : চূড়ান্ত যুদ্ধ ৩৮৭
পাঁচ : অসামান্য বাহাদুরি ৩৮৯
ছয় : ইয়ামামা-যুদ্ধের কয়েকজন শহিদ ৩৯২
সাত : মুজ্জাআর প্রতারণা, খালিদের বিয়ে ও আবু বকরের সঙ্গে... ৩৯৮
আট : খালিদকে হত্যার প্রচেষ্টা এবং খলিফার দরবারে বনু হানিফার... ৪০৪
নয় : কুরআন সংকলন ৪০৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইরতিদাদি যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, সতর্কীকরণ এবং উপকারিতা ৪১০
এক : আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত, শরিয়তপ্রতিষ্ঠার প্রভাব এবং... ৪১০
দুই : আবু বকরের শাসনামলের সামাজিক গুণাবলি ৪১৭
তিন : বহিরাগত দখলদারত্ববিরোধী সিদ্দিকি রাজনীতি ৪২১
চার : ইরতিদাদি ফিতনার প্রতিফল ৪২৪

চতুর্থ অধ্যায়

আবু বকরের শাসনামলের বিজয়াভিযান, উমরের খিলাফত এবং আবু বকরের ইনতিকাল, আবু বকরের... ৪৩০
প্রাক্কথন ৪৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইরাকের বিজয়সমূহ ৪৩৪
এক : ইরাক বিজয়ের অভিপ্রায়ে আবু বকরের পরিকল্পনা ৪৩৪
দুই : ইরাকে খালিদের যুদ্ধ ৪৪২
তিন : খালিদের হজ, শামের দিকে রওনার নির্দেশ এবং মুসান্নার... ৪৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শামে সিদ্দিকি বিজয়াভিযান ৪৮০
প্রাক্কথন ৪৮০
এক : রোমে হামলার সিদ্ধান্ত এবং সুসংবাদসমূহ ৪৮২
দুই : পরামর্শসভা এবং জিহাদের জন্য ইয়ামেনিদের নির্দেশ ৪৮৪

তিন : সেনাপতি নিয়োগ এবং বাহিনী প্রেরণ ৪৯১
চার : শামে অবস্থান শোচনীয় হওয়া ৫০১
পাঁচ : খালিদকে শামে প্রেরণ এবং আজনাদায়ন ও ইয়ারমুকযুদ্ধ ৫০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, উপদেশ এবং উপকারিতা ৫৩২
এক : সিদ্দিকি খিলাফতের পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা ৫৩২
দুই : সিদ্দিকের সামরিক পরিকল্পনার রূপরেখা ৫৩৫
তিন : সেনাপতিবৃন্দ এবং মুসলিমবাহিনীর অধিকার ৫৪০
চার : কিসরা ও কায়সারের শক্তি গুঁড়িয়ে দেওয়ার রহস্য ৫৫৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উমরকে খলিফা নির্ধারণ এবং আবু বকরের ইনতিকাল ৫৫৭
এক : উমরকে খলিফা নির্ধারণ ৫৫৭
দুই : মৃত্যু ঘনিয়ে এল ৫৬৩

সারসংক্ষেপ ৫৭১

ভূমিকা

হে আমার রব, তোমার মহীয়ান সত্তা ও বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। তোমার প্রশংসা, যাবৎ-না তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছ। তোমার প্রশংসা, যতক্ষণ-না তুমি রাজি হচ্ছ।

বাল্যকাল থেকেই সিরাতে আবু বকরের সঙ্গে ছিল আমার হার্দিক সম্পর্ক। আগ্রহ ছিল তাঁর চিত্তাকর্ষক সৌরভপ্রবাহী সিরাত পড়ার, শোনার। এই আবহের মধ্য দিয়েই কেটে যাচ্ছিল দিন-রাত, বছরের পর বছর। এরই মধ্যে আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে জ্ঞানার্জনের তাওফিক দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি ইতিহাসে আমার পাঠ্যতালিকায় ছিল খুলাফায়ে রাশিদার ইতিহাস। আমার প্রিয়তম শিক্ষক এ ক্ষেত্রে কেবল শায়খ মাহমুদ শাকিরের *আত-তারিখুল ইসলামির* ওপর নির্ভর না করে আল্লামা ইবনু কাসিরের *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* এবং ইবনু আসিরের *আল-কামিল* অধ্যয়নের ওপর জোর দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কৃপা এবং উসতাজের দিকনির্দেশনার ফলে গ্রন্থগুলো আবু বকর সিদ্দিকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সময়ের বাস্তবতা বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এরপর আমি জামিয়া উম্মু দুরমানে ডক্টরেট করতে নাম তালিকাভুক্ত করলে আমার নিবন্ধের শিরোনাম দেওয়া হয় *ফিকহুত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম ওয়া আসরুহু ফি তারিখিল উম্মাহ*। নিবন্ধটি তিনটি অধ্যায়ভুক্ত হওয়ার কথা নির্ধারিত হয়। যথা :

১. *ফিকহুত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম*।

২. *ফিকহুত তামকিন ফিস সিরাতিন নাবাবিয়া*।

৩. *ফিকহুত তামকিন ইনদাল খুলাফায়ির রাশিদিন*।

এভাবে লিখতে গিয়ে নিবন্ধটি ১২০০ পৃষ্ঠা অতিক্রম করে। এ কারণে নিরীক্ষকের

সিদ্ধান্ত ছিল—আমরা শুধু *ফিকহুত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম*কেই যথেষ্ট মনে করব এবং শেষে এর ভিত্তিতেই নিবন্ধটি পরিমার্জন করা হয়। এরপর সিদ্ধান্তটি কমিটির সামনে উপস্থাপন করে সবার মতামতও নেওয়া হয়। তাদের পারস্পরিক আলোচনা শেষে আমাকে বলা হয়—'এবার তুমি *ফিকহুত তামকিন ফিস সিরাতিন নাবাবিয়াহ* এবং *ফিকহুত তামকিন ইনদাল খুলাফায়ির রাশিদিন* অধ্যায় দুটি মুসলমানদের উপকারের লক্ষ্যে গ্রন্থাকারে ছাপাতে পারো।'

আল্লাহর অনুগ্রহে *ফিকহুত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিমে*র মধ্যে বিবর্তন আসে; আর *আস-সিরাতুন নাবাবিয়াহ* বিস্তৃত উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের রূপ ধারণ করে এবং তা দারুত তাওজি ওয়ান নাশরিল ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত হয়।

আবু বাকরিনিস সিদ্দিক শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু গ্রন্থটি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের ফল। এর কৃতিত্ব সেই মহান নিরীক্ষক এবং আলিম, শায়খ ও দায়িদের, যাঁরা এ ব্যাপারে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। তাঁদের একজনের কথা আমার অন্তরে বেশ দাগ কাটে। তিনি আমাকে বলেন, 'মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম এবং খুলাফায়ে রাশিদার যুগের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে কাদের প্রাধান্য দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে নতুন প্রজন্ম বেশ দ্বিধায় ভোগে। বর্তমান প্রজন্ম খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনী আলোচনার চেয়ে উম্মাহর মহান আলিম এবং যুগ-সংস্কারকদের জীবনীর সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখছে; অথচ খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনকাল রাজনৈতিক, তথ্য আদান-প্রদানকেন্দ্রিক, চারিত্রিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, জিহাদি এবং ফিকহি বিষয়াদিতে ভরপুর। এগুলোর চর্চা আজ আমাদের বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি মুসলিম রাষ্ট্রে কী ধরনের দপ্তরাদি থাকবে, তা অন্বেষণ করা। লক্ষ করি, কালপরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ যখন পারস্য ও রোমানসভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল, তখন এসব দাপ্তরিক বিষয়ে কী বিবর্তন এসেছিল। কী পরিবর্তন এসেছিল আকাশনীতি, অর্থনীতি, খিলাফত-ব্যবস্থাপনা, সমরবিভাগ এবং আমলাদের নিয়োগ-সংক্রান্ত দাপ্তরিক বিভিন্ন কার্যক্রমে। তারা এতে কী নতুনত্ব নিয়ে এসেছিলেন। তখন ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহের চরিত্রই-বা কেমন ছিল।

সুচিন্তিতভাবেই এ গ্রন্থটি লেখা শুরু হয় এবং আল্লাহ এ ইচ্ছাকে বাস্তবতায় রূপায়িত করার তাওফিক দিয়েছেন। সব জটিলতা সহজ করে দিয়েছেন। উৎস এবং উদ্ধৃতিগুলো সংগ্রহের পথ মসৃণ করে দিয়েছেন। সর্বোপরি আমার চেতনায়, মস্তিষ্কে এর সমাপ্তি টানার এক অদম্য তাড়না ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমি গ্রন্থটিকে

আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হিসেবে স্থির করি। ক্রমাগত রাতজাগা শুরু করি। জটিলতা এবং বাধাবিপত্তির কোনো তোয়াক্কা করিনি। আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ যে, এ ক্ষেত্রে তিনি আমাকে পদে পদে সাহায্য করেছেন। কবির ভাষায়,

ঢুকতে চেয়েছিল আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যখানে ভীতি
কিন্তু অস্থিরতা ছাড়াই আমি লেগে থাকি নিতি।
হইনি শিকার কোনো হীনম্মন্যতার
কিংবা নিরাশ, সন্দিহান প্রভুর অনুগ্রহ থেকে।
মৃত্যুর ব্যাপারে আমার ভয় নেই কোনো
আল্লাহ যে আমার উদ্দেশ্য সম্পাদনকারী।

নিঃসন্দেহে খুলাফায়ে রাশিদার জীবনকাল শিক্ষাদীক্ষায় পরিপূর্ণ, যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ইতিহাস, হাদিস, ফিকহ, সাহিত্য, তাফসিরের বিভিন্ন কিতাব ও উৎসগ্রন্থে। আমাদের জন্য জরুরি হচ্ছে, এগুলো সংকলন করা, বিন্যস্ত করা, সত্যায়ন করা এবং এর মধ্যকার জটিলতার সমাধান বের করা। খিলাফাহর ইতিহাস সুন্দর আঙ্গিকে উপস্থাপন করা গেলে এগুলো হতে পারে আত্মার খোরাক, অন্তরের প্রশান্তি এবং চিন্তার পরিশুদ্ধায়ক। এগুলোর মাধ্যমে জ্ঞানবুদ্ধি হতে পারে শানিত, সাহস হতে পারে উন্নত। পাওয়া যেতে পারে শিক্ষা ও উপদেশ। চেতনায় আসতে পারে অপার্থিব দৃঢ়তা। এর মাধ্যমে পেতে পারি নতুন প্রজন্মকে 'মিনহাজুন নুবুওয়াহ' তথা নববি পথে পরিচালনার দিকনির্দেশনা। সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি সেই আলোকসত্তা ও তাঁদের সময় সম্পর্কে, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

> মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটিই মহাসাফল্য। [সুরা তাওবা : ১০০]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিকামনায় তুমি তাদের রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ হচ্ছে, তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইনজিলেও তাদের বর্ণনা এরূপ।

তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছের মতো, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, এর পর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষির জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। [সুরা ফাতহ : ২৯]

যাঁদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন,

আমার উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা, যাদের কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি।[১]

যাঁদের সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের বর্ণনা হচ্ছে, 'যারা অনুসরণ করবে, তারা যেন কালজয়ী সাহাবিগণের অনুসরণ করে। জীবিতদের অনুসরণের ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা থাকে। অনুসরণীয় কেবল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথিগণই। আল্লাহর শপথ, তাঁরাই ছিলেন এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁদের অন্তর ছিল পুণ্য অর্জনে অস্থিরপ্রায়। তাঁদের মধ্যে ছিল না কোনো লৌকিকতা। তাঁরা ছিলেন এমন, আল্লাহ যাঁদের তাঁর দীন ও রাসুলের সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। তাই তোমরা তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হও। তাঁদের অনুসরণ করো। যথাসম্ভব তাঁদের চরিত্র ও দীনদারি ধারণে নিবেদিত হও। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন সরলপথের পথিক এবং হিদায়াতের ওপর অধিষ্ঠিত।'[২]

সাহাবিগণই সমাজের সব ক্ষেত্রে ইসলামি বিধিবিধানের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন করে গেছেন—সব যুগের জন্য, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। কেননা, তাঁদের সময় ছিল শ্রেষ্ঠ সময়। তাঁরাই উম্মাহকে শিখিয়েছেন কুরআন। তাঁরাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন রাসুলের সুন্নাহ ও সিরাত। তাই তাঁদের ইতিহাস এমন এক অমূল্য রত্নাগার, যেখানে বিদ্যমান রয়েছে চিন্তাচেতনা, সভ্যতা, প্রজ্ঞা, জিহাদ, বিজয় এবং জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আচরণের শিক্ষা। তাঁদের এই আলোকিত ইতিহাস ও সত্য-সরল নীতি সহায়ক হতে পারে সেই অনাগত স্বপ্নচারী মানুষের জন্য, যারা এর আলোকে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে চায় অন্যদের কাছে। তুলে ধরতে চায় তাঁদের সময়ের গুরুত্ব।

ইসলামের শত্রু—বিশেষ করে ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, সেকুলার, কমিউনিস্ট এবং রাফিজিরা সেই আলোকোজ্জ্বল ইতিহাসের গুরুত্ব ও শক্তির ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছিল। এ জন্য তাদের সেই ইতিহাস কলঙ্কিত করা, কুৎসিত আকারে তুলে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৯৬৩-১৯৬৪।

[২] *শারহুস সুন্নাহ*, বাগাবি : ১/২১৪-২১৫।